দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 6 AUG 2012
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

# ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষার অভিযোগ

■ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। প্রশাসন প্রভাবশালী একটি গোষ্ঠীর চাপে এ নিয়োগ প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে বাধ্য [illegible] গেছে। সংশ্লিষ্ট মহল [illegible] এদিন অন্যায় করে নিয়োগ সম্পন্ন করলে সভাপতি হিসেবে এর দায়ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির উপরই বর্তাবে।

সূত্র মতে, আজ সোমবার পরিসংখ্যান বিভাগের প্রভাষক নিয়োগ প্রক্রিয়া (নিয়োগ বোর্ড) অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এক্ষেত্রে পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে আবেদন করে। শর্তানুযায়ী আবেদনকারীর অনার্স এবং মাস্টার্স যেকোন একটিতে ফার্স্ট ক্লাস না থাকায়, শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে আরেক আবেদনকারী (সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি) আদালতে রিট আবেদন করে। রিট আবেদন আমলে নিয়ে গত ২৮ মে আদালত রিট জারি করে। জারিকৃত রিটে বলা হয়েছে কিভাবে অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষক পদে নিয়োগ পায় সে বিষয় আদালতকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে জানাতে হবে। এছাড়া ইউজিসির নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষার্থী ছাড়া অন্যকোন বিভাগের শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবে না এবং আবেদনকারী প্রার্থীকে অবশ্যই অনার্স অথবা মাস্টার্সের যে কোন একটি বিভাগে ১ম শ্রেণী থাকতে হবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ইউজিসির নীতিমালা তোয়াক্কা না করে অবৈধ নিয়োগের জন্য ইতোমধ্যে প্রার্থী সিলেক্ট করেছে। যার অনার্স এবং মাস্টার্সের একটিতেও ১ম শ্রেণী নেই।

এদিকে আরেক সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি অনার্স অথবা মাস্টার্সের ১ম শ্রেণীর বিষয়টি উল্লেখ করে হাইকোর্টে আরও একটি রিট আবেদন করে।

অপর দিকে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের একটি বোর্ড গতকাল রবিবার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ছাত্রলীগ তাদের দলীয় সকল প্রার্থীর নিয়োগ নিশ্চিত করতে না পারায় প্রশাসনের উপর পরোক্ষ চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়োগ বোর্ড স্থগিত করে দিয়েছে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এম আলাউদ্দিন বলেন, বিভিন্ন মহলের চাপ থাকলেও আদালতের রায়কে আমরা প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করব।